একাদশ শ্রেণী

বিষয়ঃ অর্থনীতি ১ম পত্র

দশম অধ্যায়ঃ মুদ্রা ও ব্যাংক

১। বিনিময় প্রথা কী?

উত্তর : এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে বিনিময় প্রথা বলে।

দীর্ঘকাল ধরে কৃষক তার ধানের বিনিময়ে তাঁতির কাছ থেকে কাপড় এবং জেলে মাছের বিনিময়ে কুমারের কাছ থেকে হাঁড়ি-পাতিল সংগ্রহ করত। এভাবে মানুষের এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করার ব্যবস্থাকে বিনিময় প্রথা (Barter System) বলে।

২। অর্থের আবির্ভাব ঘটে কিভাবে?

উত্তর : দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করতে অর্থের আবির্ভাব ঘটে।

দ্রব্য বিনিময় প্রথায় লেনদেন করতে গিয়ে মানুষকে নানা অসুবিধায় পড়তে হতো, যেমন—দ্রব্য বিভাজনে অসুবিধা ও অভাবের অমিল ইত্যাদি। এসব অসুবিধা দূর করতে অর্থের আবির্ভাব ঘটে। আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজন স্বীকৃত ও গৃহীত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

৩। অর্থ কী?

উত্তর : যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাকে অর্থ বলে।

সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক, দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন ও ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকে অর্থ বলে। বিভিন্ন দেশে অর্থ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—বাংলাদেশে টাকা, ভারতে রুপি, আমেরিকায় ডলার ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইউরো।

৪। ধাতব মুদ্রা কী?

উত্তর : ধাতব খণ্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করা হয়, তাকে ধাতব মুদ্রা বলে।

বাংলাদেশে ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০ পয়সা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা আছে। ধাতব মুদ্রাকে মূল্যমানের দিক থেকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—প্রামাণিক মুদ্রা ও প্রতীক মুদ্রা। প্রামাণিক মুদ্রা বলতে বোঝায়, যে মুদ্রা গালানোর মাধ্যমে ধাতু হিসেবে বিক্রি করলে দৃশ্যমান মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য পাওয়া যায়। আর প্রতীক মুদ্রা বলতে বোঝায়, যে মুদ্রার ধাতব মূল্য তার দৃশ্যমান মূল্যের চেয়ে কম থাকে।

৫। কাগজি নোট কী?

উত্তর : যে সব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি হয়, তাকে কাগজি মুদ্রা বা নোট বলে।

নোটের ওপর লিখিত মূল্যই তার মূল্যের নির্দেশক, যা সাধারণত মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়। প্রায় সব দেশেই কাগজি মুদ্রা বা নোট সরকারি নির্দেশে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত হয়। বাংলাদেশের কাগজি মুদ্রা হলো ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

৬। রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা কী?

উত্তর : রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে চাওয়া মাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা হলো—৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

৭। রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা কী?

উত্তর : রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রুপা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা হলো ১ টাকা ও ২ টাকার নোট। গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১) বিহিত অর্থ ২) ব্যাংক হিসাব।

৮। বিহিত অর্থ বলতে কী বোঝো?

উত্তর : যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত, তাকে বিহিত অর্থ বলে।

আমাদের দেশের বিহিত অর্থ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট নিয়ে গঠিত। বিহিত অর্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ক) অসীম বিহিত অর্থ খ) সসীম বিহিত অর্থ।

৯। অসীম বিহিত মুদ্রা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : অসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায় যে বিহিত অর্থ দ্বারা আইনগত যেকোনো পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা-পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। আমাদের দেশের অসীম বিহিত অর্থ হলো—৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ৫০০ টাকা ও ১০০০ টাকার নোট।

১০। সসীম বিহিত অর্থ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : সসীম বিহিত অর্থ বলতে বোঝায় যে বিহিত অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়, আইনগতভাবে জনগণকে অধিক গ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ইচ্ছা অনুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের সসীম বিহিত অর্থ হলো—৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা।

১১। ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ কী?

উত্তর : ব্যাংক তার নিজস্ব সুবিধার জন্য সরকার সৃষ্ট মুদ্রা বা নোটের পরিবর্তে নিজস্ব সৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে, যাকে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বলা হয়।

বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা-পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। তবে তা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা ঋণ প্রদান করে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংক সৃষ্ট আমানত বা ওভার ড্রাফটের বিপরীতে চেক কেটে লেনদেন করা যায়। ব্যাংক সৃষ্ট আমানত বা হিসাবকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা চলে। আমাদের দেশে ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ হলো—চলতি হিসাব আমানত এবং সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত, যা চেকের দ্বারা তোলা যায়। এ ছাড়া ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিত ডেবিট কার্ড ও ক্রেডিট কার্ড বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

১২। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের ভূমিকা লেখো।

উত্তর : অর্থ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের বিনিময়ে পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। ফলে লেনদেন সহজ হয়।

ব্যাংকিং

১। ব্যাংক কাকে বলে ?

উত্তর : ব্যাংক হলো মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনগণ ও বিভিন্ন

প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নগদ অর্থ জমা রাখে এবং এদের ঋণদান করে।

২। ব্যাংকিং কি ?

উত্তর : ব্যাংকের সকল কার্যক্রমকে ব্যাংকিং বলে।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক কি ?

উত্তর : আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে।

৪। বাণিজ্যিক ব্যাংকের পোর্টফলিও কি ?

উত্তর : কোন বিনিয়োগকারী তার মোট মূলধনকে বিভিন্ন আর্থিক সম্পদে আনুপাতিক হারে বিনিয়োগ করে যে আয় পায় তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পোর্টফলিও বলে।

৫। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক কতটি ?

উত্তর : ৬টি (1.SBL, 2.JBL, 3.ABL, 4.RBL,5.BDBL, 6.BASIC Bank)

.৬। তফছিলি ব্যাংক কি ?

উত্তর : বাংলাদেশ ব্যাংক হতে লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যাংক যা সকল বিধি বিধান যথা ন্যুনতম মূলধন,CRR, SLR, প্রভিশন,রিটার্ন দেয়া ইত্যাদি মেনে চলে ।

Cash reserve Ratio (CRR) এবং Statutory liquidity ratio (SLR)

৭। বাংলাদেশে তফছিলিভুক্ত ব্যাংক ব্যাংক কতটি ?

উত্তর : ৫৭টি (সর্বশেষ—সীমান্ত ব্যাংক)

৮। বিশেষায়িত ব্যাংক ব্যবস্থা কি ?

উত্তর :বিশেষ অর্থনৈতিক খাতে বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে ব্যাংক বাবস্থা পরিচালিত হয় তাকে বিশেষায়িত ব্যাংক বাবস্থা বলে।

৯। বাংলাদেশে সরকারী মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক কতটি ?

উত্তর : ২টি (1.BKB, 2.RAKUB)

.

১০। উন্নয়ন ব্যাংক কি ?

উত্তর : উন্নয়ন ব্যাংক বলতে বিশেষায়িত সরকারী এবং বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যারা মূলত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন এবং প্রসারের জন্য মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী তহবিল সরবরাহ করে।

১১। বাংলাদেশের ২টি উন্নয়ন ব্যাংকের নাম বলুন।

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে

কোন একটি স্বাধীন দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য সরকার তার নিয়ন্ত্রণে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। পৃথিবীর সকল দেশে এই ব্যাংক একটি একক ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং সামগ্রীক ব্যাংক ব্যবস্থাও অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখে। এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণে মুদ্রা মান সংরক্ষণ করা, অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করা, নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা, সামগ্রিক ঋণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ ও পরিচালনা করা এবং সরকারের ব্যাংক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। বিভিন্ন অর্থনীতিবীদ ও ব্যাংক বিশারদগণ বিভিন্নভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো।

অধ্যাপক কীস্চ ও এলকিন (ঊষশরহ) এর মতে যে ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হলো দেশের মুদ্রামান স্থিতিশীল রাখা তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে।

অধ্যাপক আর এস সেয়ার্স (জ ঝ ঝধুবৎং) এর মতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হলো এমন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান যা সরকারের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করে এবং ঐ কাজগুলো সম্পাদনের সময় বিভিন্নভাবে দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজের উপরে প্রভাব বিস্তার করে সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি সমস্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য সম্পাদন করে। এই ব্যাংকটি জাতীয় স্বার্থে কাজ করে মুনাফা অর্জন করা এর মূল উদ্দেশ্য নয়। এই ব্যাংক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পারন করে। নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করা হল:

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

ক) মৌলিক কার্যাবলী

১. নোট ও মুদ্রার প্রচলন করা।

২. মুদ্রা মান ঠিক রাখা।

৩. মুদ্রা বাজার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা।

৫. বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা।

খ) সকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ

১. সরকারী তহবিল সংরক্ষণ।

২. সরকারের রাজস্ব ও পাওনা সংগ্রহ ও স্থানান্তর।

৩. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের হিসাব সংরক্ষণ।

৪. সরকারকে ঋণ দেওয়া ও ঋণের তত্ত্বাবধান করা।

৫. সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশী ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা।

৬. সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করা।

৭. সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসাবে কাজ

১. নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া এবং তালিকাভুক্ত করা।

২. আন্তঃ ব্যাংক দেনা পাওনার নিষ্পত্তিতে নিকাশঘর হিসাবে কাজ করা।

৩. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহকে ঋণ দেওয়া।

৪. তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোর ঋণ তদারকি করা।

৫. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করা।

৬. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের হিসাবপত্র নিরীক্ষণ করা।

৭. তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে বিধিবদ্ধ জমা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

৮. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা।

বাড়ির কাজ

১। বানিজ্যিক ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি একই কাজ করে?

২। বর্তমান সংকট পরিস্থিতিতে কোন ধরনের ব্যাংকিং নীতি গ্রহণ করা উচিত-

ক) স্বল্প সুদে ঋন

খ) নতুন নোট ছাপানো

চিন্তা কর এবং নিজের উত্তর তৈরী কর।

ইশতিয়াক উদ্দিন

প্রভাষক, অর্থনীতি বিভাগ